জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ডিসেম্বর ২০০৭/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন একটি নতুন পথের শুরু- মহাসচিব
* নিবৃত্তিমুলক কুটনীতি গ্রহণ করা জরুরি: জাতিসংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধনকালে বান কি-মুন
* এশিয়ায় সম্প্রসারিত চাহিদার কারনে বৈশ্বিক সমুদ্র বাণিজ্য দ্রুত বাড়ছে- জাতিসংঘ
* জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন 'আমাদের সমন্বিত ইচ্ছার পরীক্ষা'-বানি কি-মুন
* ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার গর্ভবতী নারীদের সহায়তা দিবে

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন একটি নতুন পথের শুরু- মহাসচিব

১১ ডিসেম্বর- মহাসচিব বান কি-মুন আজ বলেছেন, ' ইন্দোনেশিয়ার বালিতে চলমান জাতিসংঘের ঐতিহাসিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনের আলোচনা, বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি নতুন পথের শুরু।'

বালি সম্মেলনের গুরুত্ব উলে-খ করে তিনি বলেন, "আজ আমরা নতুন একটি পথের শুরুতে আছি। একটি পথ হচ্ছে জলবায়ু বিষয়ে নতুন একটি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি এবং আরেকটি পথ হল উদাসীনতা। বেছে নেওয়ার বিষয়টি খুবই স্পষ্ট।'

বান কি-মুন বলেন, জরুরি পদক্ষেপ নেওয়াটা আবশ্যক। কেবল কিয়োটো প্রটোকল পরবতী কোনো চুক্তি হিসেবে নয়, ভয়াবহ পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি গুরুত্বপুর্ণ।

"এতে কোনো ধরনের বিলম্ব হলে তা আমাদেরকে পিছিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক ও মানবিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।"

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসুচির (ইউএনডিপি) তৈরি সর্বশেষ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের প্রতি সমর্থন জানাতে মহাসচিব বালিতে একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ না নেওয়া হলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিশ্বের দরিদ্রতম লোকজন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি দারিদ্র দুরীকরণ, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সফলতা এসেছে তা বিফলে যেতে পারে।

তিনি বলেন, "প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমরা কেবল পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি হব না, বরং মানবিক দিক থেকেও সর্বোচ্চ হুমকির মুখে পড়ব।"

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য একটি তহবিল গঠনের বিষয়ে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আজ একমত হয়েছে। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক। এতে ছয়টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানসহ ১৩০ জনের বেশি মন্ত্রী যোগ দেবেন।

২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে- কিয়োটো প্রটোকলের প্রথম প্রতিশ্রুতির সময়- এ তহবিল অভিযোজনের জন্য বছরে ৮০ মিলিয়ন থেকে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে আশা করা হচ্ছে।

কেবল স্বেচ্ছায় দেওয়া অনুদানের ওপর এ তহবিল নির্ভর করে না। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিচ্ছন্ন উন্নয়ন কৌশল (সিডিএম) প্রকল্পের জন্য দেওয়া 'সনদপ্রাপ্ত দুষণ হ্রাস' ঋণের প্রতিটি ক্ষেত্রে ২ শতাংশ শুল্ক আদায় করে এ তহবিল সংগ্রহ করা হবে।

বালি সম্মেলনে এখনো যেসব বিষয় অমীমাংসিত রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-গাছ কাটার ক্ষেত্রে দুষণ কমানো, প্রকৃত অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি হস্তান্তর ইত্যাদি।

দুষণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ বেশ কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এখনো আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো চুক্তির নির্বাহী সচিব ইভো ডে বোয়ার বলেন, ২০২০ সালের মধ্যে দূষণ ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রস্তাব একটি সীমা, কোনো লক্ষ্যমাত্রা নয়।

তিনি বলেন, "এই সীমা শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য দূষণ কমানোর সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যমাত্রার কথা বলে না এবং এ সম্মেলনে প্রতিটি দেশের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে চুক্তি হবে না।'

ইভো ডে বোয়ার বলেন, বরং, বালি সম্মেলনের লক্ষ্য একটি প্রক্রিয়া শুরুর জন্য চাকা চালু করা।

নিবৃত্তিমুলক কূটনীতি গ্রহণ করা জরুরি: জাতিসংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্র উদ্বোধনকালে বান কি-মুন

১০ ডিসেম্বর- নিবৃত্তিমুলক কূটনীতি কোনো বিকল্প নয়, এটি একটি দরকারি বিষয়। বিশ্বব্যাপী এ রকম বহু জরুরি পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মহাসচিব বান কি-মুন আজ 'মধ্য এশিয়ার জন্য জাতিসংঘের নিবৃত্তিমুলক কূটনীতি বিষয়ক আঞ্চলিক কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন।

মহাসচিবের পক্ষে রাজনৈতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত অধস্তন মহাসচিব বি. লিন পাসকোয়ের দেওয়া এক বার্তায় বান কি-মুন বলেন, তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবতে স্থাপিত নতুন এ কেন্দ্র বেশকিছু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ ও পরিবেশ বিনষ্টসহ অন্যান্য আন্তঃসীমান্ত চ্যালেঞ্জের সম্ভাব্য হুমকি হ্রাস।

বার্তায় বলা হয়, "আমরা সবাই ভালো করে জানি যে সহিংস দ্বন্দ্বের পরের অবস্থা মোকাবিলা করা ব্যয়বহুল। অহেতুক প্রাণহানি ঘটে। অর্থনীতি ধ্বংস হয়। উন্নয়নের আশা আশাই থেকে যায়। সহিংসতা শুরুর আগেই বিবাদ মীমাংসা করা আমাদের জন্য আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারে।"

জাতিসংঘের রাজনৈতিক বিষয়ক দপ্তর (ডিপিএ) জানায়, ইউএনআরসিসিএ নামে পরিচিত এ কেন্দ্র তুর্কমেনিস্তান, কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব মোকাবিলা করতে সক্ষম করে গড়ে তুলতে কাজ করবে। পাশাপাশি এসব দেশের আলোচনার আয়োজন এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সহায়তা পেতে সাহায্য করবে এটি।

কেন্দ্রের নেতৃত্ব দেবেন বান কি-মুনের একজন উর্ধ্বতন প্রতিনিধি। প্রাথমিকভাবে এ কেন্দ্রের বাজেট ধরা হয়েছে ২ দশমিক ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিভিন্ন দেশের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে সাজানো হবে এ কেন্দ্র।

ইউএনআরসিসিএ মধ্য এশিয়া জাতিসংঘের বর্তমান সংস্থা ও কর্মসূচি এবং ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থা (ওএসসিই), স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত কমনওয়েলথ (সিআইএস) ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (এসসিও) মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বান কি-মুন তার বার্তায় বলেন, মধ্য এশিয়ার দেশগুলো পারস্পরিক আলোচনা ও সহযোগিতার জন্য তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের অবস্থান ও কর্মপন্থা তুলে ধরার ক্ষেত্রে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, আঞ্চলিক অভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সম্মিলিতভাবে সমাধান করা।

দু'দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক নিবৃত্তিমুলক কূটনৈতিক সম্মেলনে তিনি যে বক্তব্য দেন আজ বি. লিন পাসকোয়ের বার্তায় তা প্রকাশ করা হয়। এতে নিবৃত্তিমুলক কূটনীতির সুবিধার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

তিনি বলেন, "এটি স্বীকৃত যে, শান্তি রক্ষায় যে সম্পদ ব্যয় করা হয় তার একাংশ যদি নিজেদের নিবৃত্ত রাখতে ব্যয় করা হয় তাহলে বিশ্ব আরও বেশি নিরাপদ হয়ে উঠবে। শান্তির ক্ষেত্রে একটি বিনিয়োগ হচ্ছে নিবৃত্তি।"

কেন্দ্রের উদ্বোধন উপলক্ষে সাধারণ পরিষদের সভাপতি সারজন করিম তার বার্তায় বলেন, অতীতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় নিবৃত্তিমুলক কূটনীতির বিষয়ে কেবল 'গলাবাজি' করেছে।

"মধ্য এশিয়ায় আমরা এখন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছি...এগুলো ভবিষ্যতে আরও জোরদার হতে পারে এবং অন্যান্য সদস্যরাষ্ট্রের নিবৃত্তিমুলক কূটনীতিতে আঞ্চলিক ও বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণে দৃষ্টান্ত হতে পারে।"

এশিয়ায় সম্প্রসারিত চাহিদার কারনে বৈশ্বিক সমুদ্র বাণিজ্য দ্রুত বাড়ছে- জাতিসংঘ

৭ ডিসেম্বর- এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০০৬ সালে সমুদ্রপথে জাহাজের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্য

পরিবহণের হার ৪.৩ শতাংশ বেড়েছে। এ হিসেবে ওই বছর সমুদ্রপথে ৭০০ কোটি টনেরও বেশি পণ্য পরিবহণ করা হয়েছে। আজ প্রকাশিত বাণিজ্য ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলনের (আঙ্কটাড) একটি প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে।

প্রতিবেদনটিতে উলে-খ করা হয়েছে, সমুদ্রপথে পরিবাহিত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল অপরিশোধিত তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য।

এশিয়ায় -বিশেষ করে চীনে- জাহাজে করে পণ্য পরিবহণের চাহিদা বেড়েছে ৫.৫ শতাংশ। ২০০৬ সালে তা পৌঁছেছে ৩০,৬৮৬ বিলিয়ন টন-মাইলে।

এছাড়া, ২০০৬ সালে বিশ্বের পণ্যবাহী জাহাজসমুহে পণ্য পরিবহনের পরিমাণ ১.০৪ বিলিয়ন টন বেড়েছে। এতে করে প্রথম বছরের মত বৈশ্বিক সক্ষমতা ১০০ কোটির ঘরে ছাড়িয়ে গেছে।

গত বছর সারা বিশ্বে পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য (যে বাহনেই পরিবহণ করা হোক) ৮ শতাংশ বেড়েছে। এ হার এই বছরের বৈশ্বিক জিডিপিতে বৃদ্ধির হারের দ্বিগুণ।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন 'আমাদের সমম্বিত ইচ্ছার পরীক্ষা'-বানি কি-মুন

৬ ডিসেম্বর- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবিলায় একটি নতুন চুক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে আলোচনার মাধ্যমে একটি আলোচ্যসূচি নির্ধারণের জন্য বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে অনুষ্ঠিতব্য জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক জাতিসংঘের ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাওয়ার প্রাক্কালে আজ অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি এ আহ্বান জানান। আজকের বৈঠককে তিনি "আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছার পরীক্ষা" বলে অভিহিত করেছেন।
নিউ ইয়র্কে সাংবাদিকদের বান কি-মুন বলেন, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে একটি সর্বাত্মক চুক্তি করা, যা সব জাতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই সম্মেলন থেকে সুন্দর ভবিষ্যতের একটি রোডম্যাপ বেরিয়ে আসবে।

বান কি-মুন আগামী শনিবার বালির উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। তিনি উলে-খ করেন, ২০০৯ সালের মধ্যে সমস্যা চিহ্নিত করে নতুন একটি চুক্তি করাটা খুবই জরুরি যাতে করে ২০১৩ সালে বর্তমান কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হলে নতুন চুক্তি কার্যকর হয়।

তিনি বলেন, 'এই পথ কঠিন হতে পারে। তবে আমাদের সামনে অন্য কোনো বিকল্প নেই।'

মহাসচিব আরও বলেন, বৈশ্বিক অর্থনীতিকে একটি পরিবেশ বান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা হলে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে বিঘ্নিত না করে বরং তাতে আরও গতি সঞ্চারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বান কি-মুন যে সব বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছেন তার মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যতম।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) সর্বশেষ প্রতিবেদনে ধারণা করা হয়েছে, প্রচ বৈশ্বিক উষ্ণতা কমাতে আগামী ৩০ বছরে জিডিপি'র মাত্র ০.১ শতাংশ ব্যয় হবে। প্রসঙ্গত উলে-খ্য, আইপিসিসি এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছে।

এতে আরও উলে-খ করা হয়, বিদ্যমান প্রযুক্তি, যেখানে জ্বালানি-সক্ষম লাইটবাল্ব থেকে শুরু করে বিকল্প জ্বালানি উৎসে বিনিয়োগ করলে কমপক্ষে ১০ শতাংশ হারে লাভ করা সম্ভব- আগামী দশকে জ্বালানি ব্যবহারের বৃদ্ধি অর্ধেকে নামিয়ে আনতে

পারে।

বান কি-মুন বলেন, 'বৈশ্বিক উষ্ণতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরা বাজারের ক্ষমতা, পুঁজি, উদ্ভাবন কুশলতা ও উদ্যোগকে অবমুক্ত করতে চাই।'

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় গতি সঞ্চারের বিষয়ে মহাসচিব তার প্রচেষ্টার ব্যাপারে আজ সাংবাদিকদের কাছে গুরুত্বারোপ করেন। এসময়ে তিনি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এখন পর্যন্ত সর্ববৃহৎ ও উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক থেকে শুরু করে সম্প্রতি অ্যান্টার্কটিকা, অ্যামাজন, আন্দিজ, চাঁদ লেক এবং মধ্য আফ্রিকা সফরে গিয়ে সরাসরি প্রত্যক্ষ করা সমস্যাসমুহ তুলে ধরেন।

মহাসচিব বলেন, তিনি বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের কাছে ফোনও করেছেন। এরমধ্যে রয়েছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডবি-উ বুশ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডি সিলভা, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ-াদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, চীনের প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী কেভিন রুড।

এরপর তিনি বলেন, এবার আমাদের দৃষ্টি বালির দিকে।

ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার গর্ভবতী নারীদের সহায়তা দিবে

৪ ডিসেম্বর- বাংলাদেশের ওপর দিয়ে সম্প্রতি বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকাসমূহে আগামী মাসগুলোতে প্রায় ৩০ হাজার শিশু জন্ম নেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ প্রসব জটিলতা এড়াতে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) আজ ওইসব অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের সহায়তার পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানায়, গত নভেম্বরের মাঝামাঝি বয়ে যাওয়া ওই ঝড়ে ৬৭ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদের মধ্যে ৩০ হাজার নারী গর্ভধারণের শেষ পর্যায়ে রয়েছেন। সংস্থাটি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এদের মধ্যে প্রায় ৪৫০০ নারীর প্রসবের ক্ষেত্রে জীবনের জন্য হুমকিস্বরুপ জটিলতায় ভোগার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে ইউএনএফপিএ ওই সব এলাকায় প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরঞ্জাম পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে শিরা অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন তরল পদার্থ, এন্টিবায়োটিকস, ব্যাথানাশক ওষুধ, সিরিঞ্জ, জীবাণুমুক্ত দস্তানা এবং জীবাণুমুক্ত করার ছোট একটি যন্ত্র। এ সবগুলো মাতৃ মৃত্যু ও পঙ্গুত্ব প্রতিরোধে সহায়তা করবে।

এছাড়া ইউএনএফপিএ প্রসবের জন্য আসা নির্দিষ্ট নারীদের নিরাপদ অন্যান্য মাতৃত্ব সেবাও প্রদান করবে।

** ** **